MAR. 20

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

গ্রেডিং নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ চলতি বছরের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল আকস্মিকভাবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়ায় দেশের সংশ্লিষ্ট লাখ লাখ শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে চতুর্থ বিষয়ের ফলাফল যোগ না করার সিদ্ধান্তে এসব পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছে। এসএসসি ও দাখিলের ফরম ফিলাপের পূর্বে গ্রেডিংয়ের এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে পরীক্ষা শুরুর মাত্র ৩ দিন পূর্বে গৃহীত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ পদক্ষেপকে তারা প্রতারণার শামিল উল্লেখ করে বলেছেন, প্রতিবছর অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফলের আশায় পরীক্ষার্থীরা অধিক নম্বর সংযোজনের উদ্দেশ্যে ৪র্থ বিষয় গ্রহণ করে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। সে অনুযায়ী তারা বোর্ডকে অতিরিক্ত ফীও প্রদান করে। এবছরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর চতুর্থ বিষয়ের ফী নিয়েও শেষ মুহূর্তে গ্রেডিংয়ের নামে চতুর্থ বিষয়কে প্রকারান্তরে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করেছেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। কারণ বিগত দু'বছর যাবৎ এই পরীক্ষার্থীরা চতুর্থ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে আসছিল। এজন্য তারা প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছে। অন্তত ফরম পূরণের আগেও গ্রেডিংয়ের ও চতুর্থ বিষয় সংক্রান্ত এ সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করা

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

গ্রেডিং নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা

১-এর পৃষ্ঠার পর

হলে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী অযথা চতুর্থ বিষয় গ্রহণ করতো না। এর ফলে চতুর্থ বিষয়ের জন্য বাড়তি প্রস্তুতি না নেয়ায় তাদের অন্য বিষয়গুলোর পরীক্ষা ভালো হতো। অন্যদিকে, অভিভাবকদের প্রাইভেট পড়ানোর, পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক দ্রব্যাদি সংগ্রহের এবং ফরম ফিলাপে বাড়তি অর্থের সাশ্রয় হতো। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা শুরুর ৩ দিন আগে ফলাফলের নয়া গ্রেডিং পদ্ধতি ঘোষণা করে চতুর্থ বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে এক

মহা তামাশা করেছে। চতুর্থ বিষয় দিয়ে যারা আরও ভাল ফলাফল করার পরিকল্পনা করেছিল তারা এখন এ অবস্থায় উন্নত ফলাফল করার নতুন কৌশল গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে এবার বেশীরভাগ ছাত্রছাত্রীর ফলাফল যথেষ্ট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে এসএসসি ও দাখিলের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আগের নিয়মেই চতুর্থ বিষয়ের বাড়তি নম্বর গ্রেডিং পয়েন্ট দিয়ে যোগ করার দাবী জানিয়েছেন। অভিভাবকরা এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ড চেয়ারম্যানদের স্মারকলিপি প্রদানেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজধানী ঢাকার এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এ ব্যাপারে গতকাল (সোমবার) বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষাশেষে শাহজাহানপুর সরকারী রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করেন। এই প্রতিবাদ সমাবেশে নবগঠিত এসএসসি অভিভাবক ফোরামের পক্ষে মোহাম্মদ মোবারক আলী (০১১-৮৩৯২০৩), শরফুদ্দীন আহমদ (০১৭-৩৮১৭৭৪), আবদুস সাত্তার, নূর মোহাম্মদ তারা, কোরবান আলী তালুকদার প্রমুখ অবিলম্বে গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়া লাখ লাখ কোমলমতি পরীক্ষার্থীকে রক্ষার আবেদন জানান। অন্যথায় বিনা নোটিশে পূর্বের শর্ত আকস্মিকভাবে ভঙ্গ করায় বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণেরও ইঙ্গিত দেন।

উল্লেখ্য, সরকার এবারের এসএসসি পরীক্ষা থেকে ফলাফল প্রকাশে যে নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি আকস্মিকভাবে চালু করেছে তাতে চতুর্থ বিষয় থাকলেও এর কোন নম্বর সার্বিক ফলাফলে যোগ করা হবে না। নম্বরপত্রে কেবল বিষয়টির প্রাপ্ত গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট পৃথকভাবে দেখানো হবে। কিন্তু এর কোন প্রভাব ফলাফলে পড়বে না। তাহ ছাত্রছাত্রীরা কেন চতুর্থ বিষয় নেবে প্রশ্ন ব হলে বোর্ড কর্তৃপক্ষও তেমন কোন সদু দিতে পারেনি। তবে পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষ ভর্তির ক্ষেত্রে এই চতুর্থ বিষয় শুধু কা লাগবে। এ অবস্থায় আগামী বছর থে চতুর্থ বিষয় বাতিল হয়েও যেতে পারে ব জানা গেছে। কারণ আন্তর্জাতিক নিয় গ্রেডিং পদ্ধতিতে চতুর্থ বিষয় বলে বাড় কোন বিষয় গ্রহণের সুযোগ নেই।

এদিকে গ্রেডিং পদ্ধতিতে কোন বিষয়ে নম্বরের বেশী পেয়ে লাভ নেই। ৮০ এ ১০০ নম্বরের মধ্যে কোন পার্থক্যও নে তাছাড়া প্রতি বিষয়ের গ্রেডিং পয়েন্ট আল আলাদাভাবে প্রকাশ করে তার গড় নম্বর গ্রেডিং পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) দি ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে প্রতি বিষ এখন পৃথক পৃথকভাবে ভাল করতে হ এক বিষয়ে খারাপ করে অন্য বিষয়ে বে ভাল করে খুব একটা সুবিধা হবে না। হি করে দেখা গেছে, ১০ বিষয়ে সার্বিকভা বেশী নম্বর পেয়েও একজনের জিপিএ হতে পারে। আবার ১০ বিষয়ে সার্বিকভ অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পেয়েও তার জি বেশী হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি বিষ কমপক্ষে 'এ' গ্রেড এবং ৮-এর ঘরে অর্জন করে 'এ' প্লাস পেতে হবে। গ্রে পদ্ধতিতে ৮০ থেকে তদূর্ধ্ব নম্বরকে প্লাস গ্রেড (৫ পয়েন্ট), ৬০ থেকে ৭৯ 'এ' গ্রেড (৪ পয়েন্ট), ৫১ থেকে ৫৯ 'বি' গ্রেড (৩ পয়েন্ট), ৪১ থেকে ৫০ 'সি' গ্রেড (২ পয়েন্ট), ৩৩ থেকে ৪০ 'ডি' গ্রেড (১ পয়েন্ট) এবং ৩২ বা নিচের নম্বরকে ফেল অর্থাৎ 'এফ' গ্রেড পয়েন্ট) ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রেডিং পদ্ধতি পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মা নয়। কারণ আন্তর্জাতিক মানে পাস

ন্যূনতম' ৪০। অপরদিকে এই গ্রে পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৪ বিষয়ে ফেল ক পরবর্তী বছর শুধু ঐ ৪ বিষয়ে পরীক্ষা দি পাস করা যাবে এবং পাস করা সকল বি প্রাপ্ত গ্রেডিং পয়েন্ট অনুযায়ী তার ফলা প্রকাশিত হবে। এক বিষয়ে ফেল ছাত্রছাত্রীরা (ন্যূনতম জিপিএ ১.৫ থাক সাময়িকভাবে একাদশ শ্রেণীতে ভ সুযোগ পাবে এবং পরবর্তী এসএ পরীক্ষায় ঐ বিষয়ে পাস না করলে তার বাতিল হবে। পরীক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যা করবেন সনাতনী পদ্ধতিতে নম্বর দিয়ে পরে ঐ উত্তরপত্রের নম্বর কম্পিউ সেন্টারে টেবুলেশনের সময় গ্রেডি পরিবর্তিত করা হবে।